ধূসরভূমির কাব্য

যেখানে সবুজ ঘাঁস
মরে যায় বৃষ্টির অভাবে
সেখানেই ফুটে থারাথাইর,
রকৎ পলাশ।
সবুজ ঘাঁসেরই মত
বুক ভরা আশা নিয়ে
বের হোত পক্ষ কালে
"ধূসরভূম" এর কটা পাতা
প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে
ঝরে গেছে তাও
অশ্রুকণা জমে জমে জমাট পাথর
ঠোকাঠুঁকি করে এই অগ্নি উদ্গীরন,
বিক্ষোভের রকৎ পলাশ
ধূসরভূমির কাব্য
বিদ্রোহের অশনি সংকেত।

হাজারী প্রসাদ রাজোয়াড়
সুশীল কুমার সাহাতো

উৎসর্গ

তিলকা বাবা, সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরব, বীরসা মুণ্ডার
সংগ্রামী উত্তরসূরী
শিবু সোরেণের
বলিষ্ঠ হাতে

সুনীল কুমার মাহাতোর কবিতা

মাঞ ভুঞ

মানভুম মানভুঁই লহে
'মাঞ ভুঞ. — ।
ভারতেক পহিলা ভুভাগ
মানুষেক পহিল বসতি ।
সিজ্জনেক্ পহিল উমকে
ধরতিকর পহিল পিরিতি সুরুজ দেবেক সঁগে
মারাংবুরুক বরেঁ জনমলা
মানুসি মানুস, জেনি ও মরদ ।
সুরুজ অখর বাপ, আসমানেক রাজা
মাটি মাঞ, মাঞ ভুঞ ।
হেলেইক যাতরা সুরহঅ বহুৎ বরস আগু
ছওআ পুতা ছপঅললা
পিথিমেক্ পত্যেক পরদেসেঁ
তেঞ মাঞ, মাঞভূঞ
গড়লাগি তহর ছুগড়েঁ
দিহাক্ গড়েক ধুরা মুড়েঁ ।

দিসনা কাট্যে বুড়হা আঙুল

ছুআইত যাবেক মানুস কালঅ মানুষ ছুলে
এই উয়াদের বিধান
বুদ্ধি ভাঁওর সোব উয়াদের লাগ্যে
থাক তরহা সোব বকাচদা হঁয়ে ।
ভাঁইড়ব দমে রাত্যে দিনে,
গতর খাটাঞ উবজাবি তুঞ ফসল
খাবেক অরহা থথিকুট্যে ।
কাঁড় চালাটা শিখলি যদি কষ্ট কর্যে
টাঁইড় চালাকে লিলঅ কাট্যে বুড়হা আঙুল
এতদিনলে সেই নিয়মেই আইসছে চল্যে
একলব্য, অই কহনি ঝাড়খণ্ডের মহাকাব্য ।
আইজ কাইলকার একলব্য—
সবাই তরহা সুন—
দিস না কাট্যে বুড়হা আঙুল আর
তুইলতে হবেক ধনুকে টংকার ।

বিস্ফোরণ

গুড়ুপুটলু হঁয়েই থাকে সাপ
পা দিস্ নান বাপ !
ফুস মন্তর ফোঁস কল্ল্যেই ফাসফুস ।
ডাইন বকস মানুষ হলেও খায়
মানুষেরই আঙাস ফফস্
কোর্ট কাছারি মহরী উকিল
বালেষ্টার আর জজে
করুক বিচার মুকখু নাচার
রহুক টাঙ্গা গজে
পুলিস রহুক বাবুভয়া সাজ্যে ।
রঙ তামাসা লয় মানুষ খাওয়া বাঘ
গোটা গায়ে চাবুক মারার
কাল কাল দাগ ।
ভুলগুড়িটায় ভাল আকাশ কেমন লাল
সাজছে কেমন রণসাজে
রাঢ়-চুয়াড়ের পাল ।

বুলাইন ভূতে বুলাঅইসে

পাঁচবহনীক পাঁচঅ বহিনে
বেরেবেতে করেহেলেইন পলাসতরেঁ
"কহেঁ কাঁদরু কাকে করবে বিহা ?"
কাঁদি মেঁমাই, লছনা করি পুচ্‌কঅলাহঁ।
জুঁগুল জুঁগুল বুলি বুলইহে, খেপাক্ লেখেঁ
টাঁইড়-টিকরে খেতে-বাইদে, বন-বাদাড়ে
কাঁহা যাইহ, কিনা করেঃ ঠিক ঠিকানা !
বিসরি কুহুন সভে।
ঝুনপুকিনি জরইস কেসন ঝিপিক্ ঝিপিক্
আঁধার রাতিঁ বেড়ে আঁধার
মুড়েক মাঝেঁ ঘুরঘুর‍্যাটিঁ, কুড়েইস গেধি
বেড়ে পিয়াস জিউ যায় যায়
অটকলাহেইক টুঁটি
চিঁচিআইকে কহে যাইহ
কন্ আইহা বাঁচাওআহান মকে
বুলাইন ভূতে মরালা যে বুল্লাই"
নিহি বাহরাইস কনহ সবদ্
বিহান হেলে আইলে কনঅ মানুসজন
হাঁতসান দেই হাঁকাওঃবইকে, বাঁচি রহেক এতনেটুএক আস।

লালঘঁড়াটা দওড়অতেইকে

গাঁ গরামেক্ দে-দেবতা
রুসি আহাত্ রাগেঁ
অখরাকে সনতুস্টু করা আগে।
ভাই ভয়াদেঁ লিয়াই লাগি
পাহুড় নিহি দিহাক
বেধইরমা সোব কাম কইকে আজ
কুদরা থানে সুয়ইর বলিঁ লাজ।
খেতে গঠেঁ বাধবাগানে দিনেরাতিঁ পাহরা দেহেত
পাঁচবহনী সাতবহনী
বুঢ়াবাপেক্ সকইল দিগে নজর
কালাহাড়ি, বিসাহাড়ি
বিসাইচঁড়ি, রাঙাহাড়ি
বড়-পাহাড়, জাহিরাবুঢ়ি
জিতাঠাকুর, করমঠাকুর উবজাঅনি ডেনি
মঁাইএক মঁাই, মঁাইভুঁই
সভে এখন রুসি আহাত্
ফুঁসঅহত্ সব রাগে।
সুরুজ দিগে হাঁত তুলিকে
কহঅলাহে লাইআঁই
"মানবেহে ত মানা!
নাহলে কবও খেপাক্ লেখেঁ
ধুনধ্ বাসাতেক আগে
লালঘঁড়াটা দওড়অতেইকে।

চইল্‌ছে যেমন চলুক

ভখে যে লক্‌গিলা টিরমিরাঞ বুইলছে হেই
জুয়ান মরদ ঝইমরে যাছে ভখে
জীবনের দাম চাইব ছ আনা
আইজ কাইলকার দরে
গপ্‌লা ভাঁড়ের লাতি পুতি
কহ্‌নি শুনার রোজেই
চৌরা ইঁদুর চিনহাঁই যাবেক নেজেই
সোব ঠিন্‌টায় ছঁদঅরঁদঅ, টাঁইড় চালাকের দল
লতে পাতে মাকড়াগিলায় রোজেই পাতে জাল
ইড়িং করে্য ধন রাখ্যেছে জঁখে
ভগাপিঁধার বেজাঞ লাজ আধমরাদের বেড়ে
মরার ডর

ভজঅকটঅ শুইনতে গেলে খেপাঁই যাবি
ভুলি কুকুর নেজটা সটায় ডরে
মরদ লকে, মারে নাঁইলে মরে
সহলঅ দেখ্যে, শাল লধ্‌ড়া
আছুলা এক ডাং - !
হেঁচকাঞখুন ভাং
দেখবি কেমন পিদকে দিবেক ডরে
সকাল-রাত্যের মহুল খাওয়া ভালুক
নাহলে এমনি, চইলছে যেমন চলুক ।

নাচ-নাচাহান—নাচ

নাচ নাচাহান জেনি মরদ।
হদকি উঠা নাচ,
রহইন দিনে ছওয়া পুতা নাচা
ভাদর মাসে চমকি উঠওক মাদইল
নাচি উঠওক বাঁধল ছাঁদল গড়
ছিঁটাই দাহান পাঘা।
ঝুমইর গাহি পানহাওআহান বাদইর
ধরা সবাই সবাইকেরে হাঁত।
নাচ নাচাহান নাচ।
সিরিস কদম গমকি উঠওক বাসে
কাঁসি ফুল সোব ফুটওক থারাথইর।
বাঁদনা রাতিঁ আমাবস্যায়
মাদইল বাজাই জাগাওআহান সভে
পুষ পরবে বাজওক কসি ধমসা মাদইল
যাত্‌রা দিনে কাঁড় বিঁধিকে
দেখি লাহান্ সিপইত
চইত পরবে ভগতা ডাং এ
"টাং সালাকে টাং, শালাক্ গুরগুরিটা ভাং"
রাতিঁ নাচা ছও, জেনিমরদ কাঁড়েবাঁসে সুঅল বিঁধা, সুঅল।

ধুন্‌ধ্‌বাসাত্‌

সন্‌কাপাটি রটপট
বাঘে ধইরলে ছটপট
গিদর বুতরু কাঁদি মেঁমাই
খজঅরহথু ঠনগিডুয়েক মাড় ।
ভুস ইঁদুরেক হুলুক বুলুক ভুলুকে
সাতপুরুষ্যা ডর লাগ্যেছে পুলুকে
টিনের আগুড় বন্ধ করা
কামার গড়হা কুলুকে ।
মেহরারুরা মহাখুশী
নাকছাভি আর লুলুকে ।
কালনেমিরা মনে মনে গুড়চিড়া খায়
কন্‌টা লিব কন্‌টা নাঁই ।
কোকিল আস্তে বুদ্ধি করে
ডিম দিঁয়ে যায় কাওয়ার খঁধায়
ধুনধ্‌বাসাতে উড়াঁই দিলে
সেই খঁধাটা ?

ইসি বিসি কল্যান দান

ইসি বিসি কইলান দান
কাঠ কুচা নিয়ে আন।
এখন বড় জাড়, ছিঁড়া কাঁথার আড়।
ছিঁড়া কাঁথার আড়ে, হাড় কাঁপছে জাড়ে।
এখন বড় জাড়, লুলুহা ডুবা মাড়
কাঠকে গেলি বন, বন ছিল ছুটু বহুর মনের মতন
সেই বনেরেই কাঠ
শুখাঁই শুখুঁই কাঠ
ঘুসাঞ ঘুসাঞ আগুন,
আগুন ঝলমল
জ্বইলছে দাবানল।

ঢেইরগিলাই ত ডহরঅলাহাত্

গুটেক লক্ত সঁপড়অলাহাত্ বাটে
কাঁড়বাঁস লেই হাঁথে
কেউ লেলাহাত্ টাঙ্গি তাইবলা
ধমসা মাদইল কেউ বাজাহাত্ দমে।
গুটেক গিলাক্ ছাঁদইত্ বাঁধইত্ ডেরি
গুটেক লকেক্ এখনঅ বেড়ে টেড়হি
যাখর যাহেইক দবড় কিম্বা ডে্ড়হি
টুংরাইকে নিজেকেরে নাখ
অঝঅবঝঅ করেক অখর আস
অখরাকে সোব ছাঁদি বাঁধি ঘণ্টাইকে চালা।
অগুয়াগিলাক্ কেউ থকিকে অথ্রি দেহেত্
কেউ বিসরি ডহর, চেহাঞ বুলঅহত্
দেখিকে কেউ গাড়হা কহইস ডাঁড়হা ডাঁড়হা
তত্কে ত কেউ চুড়পিকুহুন পাগারপার
পঁহচেহেতেইক পণ
ঢেইরে ধুরেক ডহর
দেখঅল যাহেইক আগুঞ
ঢেইরগিলাঈ ত ডহরঅলাহাত্ ডহরে ।

জারী প্রসাদ রাজোয়াড়ের কবিতা

আমার কবিতা

আমার কবিতা কেন পথ ভুলে যায়
পরিস্থিতি অমা অন্ধকারে,
আমার লেখনি কেন ঝরে নাই স্বতঃস্ফূর্ত
কাগজের মরুপৃষ্ঠা পরে,
আমার বসন ছিন্ন ঢাকিতে পারিনি লজ্জাস্থান
আমার ক্ষুধার অন্ন কে নিয়েছে কেড়ে
ক্ষুৎ জ্বালা জ্বলে অনির্বান।
আমার কানন আজ মরুভুমি প্রায়
পাখি গান করেনি প্রভাতে
আমার নদীর জল হারায়েছে ধারা
কল্লোলিত হয়নি হাওয়াতে।
আমার ভাইএর হাতে বিষমাখা ছুরি
হিংসায় কাঁপে থরথর
আমার প্রিয়ার দেহ অর্ধ অনাবৃত
নয়নেতে জল ঝর ঝর
আমার দুলাল কেন অস্থিচর্মসার
অধিকার কেড়ে নিল কেবা
আমার আকাশ আজ নহে ত সুনীল,
মেঘাবৃত, আলোহারা দিবা
আমার নিশীথে আজ হারায়েছে তারা
হিমাংশু গিয়াছে পরপারে
আমার কবিতা কেন পথ ভুলে যায়
পরিস্থিতি অমা অন্ধকারে।

জ্বালা

পুরুল্যায় কাম কর্‌্যে, বিজলী চল্যেছে ঘুর্‌্যে
বস্যাখের লিহিচিহি বেলা
ছকোস তফাতে ঘর রাস্তায় পড়ে জড়
বড় টাঁইড়ে পহা বড়তলা
পচ্ছিমে ভাল্যে ভাল্যে রদবদ রাগে চলে
এখনও অনেক ধুর পথ
তবে আস্তে যাঁয়ে হিঁসকা আছে
পথতি লক্ আগে পেছে
রাস্তাটা রোজকার গঁত।
ঘরে ছুটি বিটি বেটা
খাঁয়ে আছে আধপেটা
ছিল নাই চাল যে সকালে
ধার গাঁয়েরই দকানে
পুয়া ছুই আটা আন্যে
ঘাঁটা কর্‌্যে দিঁয়েছিল গুল্যে।
রোজেই মজুরি করে
দাম দেয় ঠিকাদারে
সারাদিন ধর্‌্যে টাকা তিন
একে ঝঁকমারি কাম
জিনিষের কড়া দাম
চাল নুন কি কিনবি কিন ?

দিন দুই তাও বাকি
মালিকের বকাবকি
'তাও না কইরলে লয়কাম
বিত্তা পেটের জ্বালা
তার উপর ছেল্যাগুলা
ই কপালে আছে কি আরাম !
উ বছর রুয়া মাসে
মানুষটা গেল বস্যে
সুয়াং ছিল পাথর যেমন
জমিটুকু বিকে দিঁয়ে
ডাক্তরের পাশে ষাঁয়ে
সারাবার কইরল যতন।
পোড়া কপালের ফেরে
সে ভাদরেই গেল সর্যে
অসার্থক জীবন যৌবন।

* * *

ই বয়েসে রাঁড়ি হঁয়ে
সবকিছু ভুল্যে যাঁয়ে
ছেল্যাগুলার লাগ্যে ঝঁক্কি এত
ঠিকাদারের হাঁত ঈশারা
বাবুদের চইখ ঠারা
মনে মনে লাথি মারে কত।

গতরের ভরসা কর্‌্যে
এক মাড়ে এক লরে
দিনগুলা কাট্যে দিয়া ঠিক

গাঁঘরে বেবস্থা সাজা
আগু পেছু ফুল গুঁজা
মনে হয় ইটা যে বেঠিক।

বয়েস যদিও আছে
ধরা দিব কার কাছে
যার সাধ সেই গেল চল্যে

বড় মুখ ছটঅ কর্‌্যে
বিজলী যে কাম করে
খুশী হয় ছেল্যাগুলা ভাল্যে।

কদিন বেতন বাকি
অভাবের দিখাদিখি
আইজ পাল্য কয়েকটা টাকা

কিনেছে কিছু মটা চাল
লকে বলে লহাসাইল
আর কিছু নুনে খুঁট ফাঁকা।

দশ নয়া বাঁচ্যে ছিল
তার বুট ভাজা লিল
ছেল্যাগুলা হামলায় আস্তে

ঐ গুলা দিঁয়ে পরে
চুম্ খায়, আদর করে,
বুক ভরে, চখ্যে জল আসে।

বিদ্রোহ

নয় রাজনীতি নয় পার্টি বাজি, আজি এ আন্দোলন
চাইনি ত গদি চাইনি বিলাস চাইনি সিংহাসন,
রাজপাট নিয়ে ভোগ করে যাও তোমরা জীবনভর
চিরকাল ধরে এ হতে পারে না, শোন হে স্বার্থপর।
আমাদের উপর চাবুক তোমরা চালায়েছ চিরকাল
অত্যাচারের বাকি নাই কিছু, তাইত মোদের এ হাল।
অথচ, তোমরা সভ্য, তোমরা বাবু পরিচয় 'অম্লান'
শোষনের ছুরি তোমাদেরই হাতে দিনরাত দাও শান।
ওহে মার্জিত ছারপোকা সব খেয়েছ রক্ত চুষে
শেষ ত করেছ তিলতিল করে চামড়া গিয়েছে বসে।
করেছ গরীব, নিঃস্ব করেছ, মনে ছিল তবু ত্যাগ
মেকি সখ্যতায় নিয়েছ তোমরা সকল সিংহভাগ।
তোমাদের মত নাই অভিমান, তবু মোরা চির মানি
ছেঁড়াকানি পরে লাজ ঢাকি তবু করি বিশ্বাসহানি।
সুযোগ বুঝিয়া মুখোশ পরিয়া করেছ সর্বনাশ
দেবতার মত পূজা নিয়ে শুধু মানুষে করেছ দাস।
এ পাপের ফল ভোগ কর এবে যুগ যুগান্ত ধরি
ঝোপে জঙ্গলে ঘেরা মাটি আজ আমাদের দাও ছাড়ি।
এ বন পাহাড় আমাদেরই তাই আমরাই দাবীদার
আমাদের মাটি আমাদের জল কে তোমরা কোথাকার ?

সাতপুরুষের নাড়ি পোঁতা আছে এ লাল মাটির তলে
আমাদেরই আজ প্রবাসী সাজালে রাজনৈতিক ছলে।
আর না, এ হতে পারে না, অসহ্য উৎপীড়ন
বনে জঙ্গলে লুকানো মোদের জীবিকার মূলধন।
এই পাহাড়ের পামর ঠুকরো পাতালের কালো হীরা
আলো ঝলমল বানালে মগর আমরাই আলোহারা।
অনেক করেছ ক্ষান্ত এবার, ছাড় সব ভারিভুরি
মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে আমরাও আশা করি।
প্রয়োজন নেই অট্টালিকার; চাহি নাত রাজভোগ
আমাদের দেশে আমরা খাটবো কেন স'ব দুর্ভোগ।
ঝাড়খণ্ড চাই, অলগ রাজ্য, শুনিব না কোন কথা
যদি নাহি ছাড় সহিতে হইবে রক্তপাতের ব্যথা।

ঝাড়খণ্ড এলাকায় শিল্পায়নে উৎখাত হয়ে যাওয়া মানুষের
জীবন জীবিকার চিত্র

হাজারী প্রসাদ রাজোয়াড়ের কবিতায়

জলে কাদাখালাই ধুমইল

ঝাড়খণ্ডের মানুষগুলা তদের গায়েই কাদা ধুলা
চইখ মুদে থাকবি কত কত কাল ?
ভালকর‍্যে দেখন ভাল্যে উনিশ শ সাতচল্লিশ সালে
হল্য দেশে স্বাধীন সকাল।
কত বছর হল্য পার হল্য কত দরবার
কত মন্ত্রী উপমন্ত্রী কত
দাহিনা বাঁয়া কত পার্টি
সবাই করে বাঁটাবাঁটি
তর ভাগ্যে ছাই পাঁশ যত।
ধন্য রে তরহা মানুষ
টুয়েক না হল্য হুঁশ
ভুল্যে আছিস কার বা ভুলনে
ঘরে তর ছিঁড়া কাঁথা
তেলের বিনা খঁধা হয়ে আছে মাথা
ছেল্যা কাঁদে মাড়ের বিহনে।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইস
ক পইসা বা দাম পাইস
বাবু বল্যে নোয়াইস যে মাথা
ঘরের আজ্জন ঠেলে দিঁয়ে
মাইয়া ছেল্যা উপাস শুঁয়ে
পাঁয়েছিস কি বাবুদের কবও মনের কথা ?

(সাঁওতালডিহি বিদ্যুৎকেন্দ্রের আশেপাশের মানুষের অর্থনৈতিক চিত্র, যা সমস্ত কলকারখানার আশেপাশের মানুষের—)

ওয়াসারির কয়লা ধুঁয়ে, কালি লিলিস নাখে মুখে
তর সার্থক কন্‌টা হল্য বল ?
রইল যারা চঙা পইরহে তারাই লিলেক পাকিট ভর্যে
দেখ্‌ কেমন বতরাঁই লিবার ছল।
তদের জমি জায়গা গেল, বিজলীর কারখানা হল্য
তদের ঘরেই জ্বলে রেড়ি তেল
এইটাই ভাবিস মনে বিজলী যাবেক অন্য ঠেনে
কাওয়ার কন্‌টা পাইকল যদি বেল।
আল নাহেক নাইবা দিল, যে লকগিলা নিভূমি হল্য
তাদের ছেল্যায় চাকরি পাবেক নাই ?
পঢ়া শুনা না হোক বেশী, ঝাড়ুদার কিংবা চাপরাশি
সেটাও ভাগ্যে জুটা হল্য দায়।

ধন্য বিচার উয়াদেরও আর ধন্য মুহে লাজ তদেরও
নিজের ঘরে হলিস্ পরবাসী
রহলি ভাল মানুষ সাজ্যে ডিংলা থাসা দিল গাঁজ্যে
পরলি গলায় টাট্‌কা বাঁঝা ফাঁসি।

তদের মাটি তদের জল, তদের আলঅ, তদের ফল
তদের কয়লা তদের বন পাহাড়
ইগলা সোবই তদের বঠে চাটি দিঁয়ে লিলেক লুট্যে
হিসড়ে গেল তদের গায়ের হাড়।

ত ওরে ও ভাই সবাই মিলে, একেই সঁগে উঠ ন বল্যে
নিজের জিনিস হামরা অধিকারী
শ্রমিক চাষি হামরা একেই, ভুলব না আর কনহ ভেকই
থাইকব না আর তদের আজ্ঞাকারী।

এহঃ ভোটটা লিবার সময় কত, ফুসলা ফুসলি যত্ন যত
নদী পাইরাঁই তখন লাড়্যা শালা,
ঐ সব আর চইলবেক নাই, হামাদের ঝাড়খণ্ড চাই
ভাই এর গলায় হামার ফুলের মালা।

সাঁওতালডিহের সবুজ আলঅ, সবুজ ঝাণ্ডাও কত ভাল
ঝাড়খণ্ড জুড়্যে সবুজ রঙের মেলা
তদের যে ভাই মনটাও সবুজ একটুকু বুঝ হুস না অবুঝ
নাহলে ফাঁচট বুঝবি রামঠেলা।

তদের ঘরের কয়লা সনা রক ফসফেট অভ্রদানা
রাখবি যদি এখনঅ বতর আছে,
মাইয়া মরদ সবাই মিলে সংগ্রামেতে সামিল হল্যে
কাছের জিনিস থাক্যেই যাবেক কাছে।
জয় ঝাড়খণ্ড জিন্দাবাদে আগাঁই চল টাঙ্গি তাইবলা কাঁধে
জয় ত হবেক সত্য কথা হটা
কারঅ ত নাই লিতে যাবি নিজের জিনিষ করবি দাবি
রক্ষা হবেক বাপ দাদুদের ভিঠা।

সংকেত

যারাই জোগালো ভাত তোমার ক্ষুধাতে ভরে দিল সব্জীর ঝুড়ি
যারা গড়ে দিল বাসস্থান তাদেরকে দিলে কয় কড়ি ?
কাজের সময় ভালবেসে
লাও সব রসটুকু চুস্যে,
যেন কত পরিচয় কত জনমের
তারপর শেষ ভালবাসা—
চিনিতে পারনি দেখা হলে, এত হের ফের !
তোমার স্নানের জল, তোমার আঁধার ঘরে আলো
ঘামঝরা শরীরেরে পাখা—টিপলে সুইচ,
একবার মনে নাহি হোল
কাদের এ অবদান, কাদের বা দান
মনে কি হবে না কোনদিনও
তাহারাও নহে নীচ, তাহারাও তোমারই সমান।
যাহারা শ্রমের মূল্য পায় এক কণা
আর বিনাশ্রমে তুমি অংশীদার দশগুণা !
তবু নাহি দাও মনে তাদের স্বীকৃতি
সুষ্ঠ সৃষ্টি সমাজে আজ এনেছ বিকৃতি
রেলের লাইন আর মোটর সড়ক্
কার অবদান ?
তোমার হাতের বোঝা দেখে বলে
বাবু ! আছে কি 'সামান' ?

পঁহচে দেয় অকাতরে নয় অভিমানী
তারে দাম দিতে কানাকড়ি,
কর দর কষাকষি, এত শয়তানী !
এখনও সময় আছে হয়ে যাও সমান্তরাল
যখন বুঝিবে এরা তুমি এক বজ্রকীট শুধু
রক্ত খেয়ে হয়ে আছ লাল
সেদিন মাটি মার আপন সন্তান
বলি দিয়া তব রক্তে ধুবে তীর্থস্থান।

খুঁখড়া লড়ছাই

খুঁখড়া গিলা লড়হে কেনে
দহা বহা, আপন রকতে
লাল কাঁকরের আখড়া টাঁইড়ে।
কাইতকারের ময়লা ঝুলি
ফইড়া পাবার আশায়, চকচক্যা দুচইখ
মাছি আঁধরার একটুকু বাদে
বহু ছেল্যাপুল্যা সবাই খুশি
পুয়া তিনেক মহুল্যা মালও যোগাড় হয়
ইধার উধার কর্য্যে।
তারপর ফুটানিটা চইলতে থাকে
যতখন না ঘুমে যায় থিরাঁই।
হায়রে হায়, ঝিঁঝরা মুরুগ লঢ্যে গেল
লাল খুঁখ্ড়ার সঁগে
ডাঁড়হা ফুল্যা গেঁদা ফুল্যা
চটাচটি ভাই ভয়াদে কেনে
যদি বুইঝথ ইটা
কাইৎকারকেই চটাঁই দিথ ইঠিন উঠিন
দুই খুঁখড়া মিলে।

কুঞ্জেশ্বরী প্রেস (নীলকুঠিডাঙ্গা) পুরুলিয়া।

মূল্য—২ টাকা